স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 23rd May 1962 | ২য় সংখ্যা

'সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seave

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দ্য ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য .০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

দুর্নীতির দুশ্চিন্তা!

—•—

প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু এবার নাকি দেশে দুর্নীতি দূর না করিয়া আর জলগ্রহণ করিবেন না। দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভায় তিনি নাকি ঘোষণা করিয়াছেন, শাসনযন্ত্রের ভিতরকার দুর্নীতি বড়ই গুরুতর পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে এবং এ ব্যাপারে "আমার দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।" কেন এই দুশ্চিন্তা? কারণ কংগ্রেস যে সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে চায়—পরিচ্ছন্ন ও সৎ শাসনযন্ত্র ছাড়া সেই সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্যে পৌছানো মোটেই সম্ভব নয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালের দুর্নীতি দমনের জন্য এই উদগ্র উৎকণ্ঠায় আমরা হাসিব না কাঁদিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অতীতে যখন লোকে শাসনযন্ত্রের রন্ধ্রগত শনিস্বরূপ এই দুর্নীতির সমালোচনা করিয়াছে, তখন স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী তাহাদের কথা এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে কসুর করেন নাই। তাঁহার শ্রীমুখে বুলিই ছিল, "হ্যাঁ, শাসনযন্ত্রে দুর্নীতি নাই এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু বাপু, তোমরা বড় বেশি চেঁচামেচি করিতেছ। যতটা দুর্নীতির কথা তোমরা প্রচার করিতেছ, ততটা দুর্নীতির কোন পাত্তা আমি পাই না।" কিন্তু একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? শাসনযন্ত্রের ভিতরকার দুর্নীতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, এ সত্য হঠাৎ কি নেহরু আবিষ্কার করিয়াছেন? না, রাষ্ট্রপতি বিদায়কালীন ভাষণে দুর্নীতির গুরুতর সমস্যাটা সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার পর আর প্রধান মন্ত্রী চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই?

শ্রীনেহরু যদিও বড় গলায় সকলকে শুনাইয়াছেন যে, দুর্নীতির সমস্যা চিন্তা করিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অন্ত নাই, তবু এই দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য তিনি যে আসরে নামিবেন এতখানি ভরসা করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতেছি না। যাত্রাদলের ভীমসেনের মত শূন্যে গদা ঘুরাইলেই যদি দেশ হইতে দুর্নীতি দূর করা যাইত, তবে এদেশে এত-দিনে দুর্নীতির সমস্যা বলিয়া কোন সমস্যাই থাকিত না। কারণ শ্রীনেহরু আর কিছু পারুন আর নাই পারুন, শূন্যে গদা আস্ফালনের কাজে তিনি বরাবরই পারদর্শী। কিন্তু কেবল মৌখিক বীরত্বে কোন কাজ হয় না; দুর্নীতি দূর করিতে হইলে দরকার কথা নয়, কাজ। কিন্তু সেই কাজের লক্ষণ কোথায়? দুর্নীতি দমনের জন্য সত্যিকারের কোন চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত এদেশে হয় নাই। দুই একটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনের নামে যাহাদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহারা আসলে চুনো পুঁটি। রাঘব বোয়ালের গায়ে হাত দিবার কোন লক্ষণই সরকারী তরফ হইতে দেখা যায় নাই। যেদিনের কাগজে প্রধান মন্ত্রী জহরলালের দুর্নীতি দমনের সাধু সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে, সেই দিনের কাগজেই দেশরক্ষা দপ্তরের আর একদফা কেলেঙ্কারীও বাহির হইয়াছে। বাজারে যে জিনিস কম দরে পাওয়া যায় সেই জিনিস দেশরক্ষা দপ্তর অনেক বেশি দামে কিনিয়া সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা "জলাঞ্জলি" দিয়াছেন। এই ধরণের কেলেঙ্কারী শুধু দেশরক্ষা দপ্তরের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সরকারী প্রতিটি দপ্তরের মধ্যেই কালসর্প বাসা বাঁধিয়াছে। প্রতিটি অডিট রিপোর্টেই এই গলদ ও দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা থাকে, কিন্তু সরকারী কর্ত্তাদের তাহাতে টনক নড়ে কোথায়? শ্রীনেহরু এতদিন পরে হঠাৎ রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কলের মতো কি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন?

দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে স্বয়ং শ্রীনেহরুর আগ্রহ যে কতটা তাহার প্রমাণ একবার আমরা খুব ভাল-ভাবেই দেখিয়াছি—শ্রীদেশমুখের প্রস্তাব গ্রহণে তাঁহার প্রবল আপত্তিতে। শ্রীদেশমুখ খুব দ্বিধাহীন এবং সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে শাসন ব্যবস্থার উচ্চস্তরে দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ তাঁহার হাতে আছে এবং একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠিত হইলে সেই কমিশনের সম্মুখে সমস্ত তথ্য তিনি হাজির করিতে রাজী আছেন। যদি দুর্নীতির মূলকেন্দ্রকে ভাঙ্গিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা সরকারী কর্ত্তাদের থাকিত তবে শ্রীনেহরু কি তখনই শ্রীযুক্ত দেশমুখের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতেন না? তিনি কি তখনই একটি কমিশন গঠন করিয়া শ্রীদেশমুখকে তাহার তথ্যগুলি হাজির করিতে বলিতেন না? কিন্তু সে পথে তিনি যান নাই। কোন কমিশন গঠনের ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। শ্রীদেশমুখের ন্যায় একজন গণ্য মান্য লোকের প্রকাশ্য অভিযোগও তিনি স্রেফ ধামাচাপা দিয়াছেন। দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিবার ইহাই কি পথ? দুর্নীতি দমনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর আন্তরিকতার ইহাই কি নমুনা?

তুলসীবিহার মেলা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় জঙ্গিপুরের শ্রীশ্রী৺-বৃন্দাবনবিহারী দেবঠাকুর, অন্যান্য বিগ্রহাদি ও বালিঘাটার শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় দেবঠাকুরের আগমন উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে চারি দিবস ব্যাপী এক মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মেলায় মনোহারী, মিষ্টান্ন, পাথরের বাসন, শঙ্খের দোকান ও নানাবিধ তেলেভাজা খাবারের দোকান বসিয়াছিল।

ম্যাজিক শো

বিখ্যাত জাদুকর শ্রী বি, এন, সরকার রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর সন্নিকটে কদমতলায় তাঁহার নানাবিধ চিত্তাকর্ষক ঐন্দ্রজালিক খেলা দেখাইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতেছেন। তিনি এখানে রবিবার পর্য্যন্ত খেলা দেখাইবেন। তারপর তিনি দলসহ সাগরদীঘি চলিয়া যাইবেন।

শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা

বহুদিন হইতে রঘুনাথগঞ্জের বণিক-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে দুইখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পৃথক-ভাবে শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবীর পূজার্চ্চনা হইত। গতবার হইতে চাউলপটীর ব্যবসায়িগণের আগ্রহে

আর একখানি প্রতিমা পূজা হইতেছে। শ্রীরামপদ চন্দ্র ও শ্রীশ্যামাপদ দত্ত মহাশয়দের প্রতিমার সম্মুখে দুই রাত্রি যাত্রাগান ও চাউলপটীর পূজা প্রাঙ্গণে এক রাত্রি গানবাজনা হইয়াছিল।

আমরা

সত্যনারায়ণ দাস

হর্ষমগ্ন মশকী যেথায় ডিম পাড়িতেছে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই খানা-ডোবা-
ভরা বঙ্গে।
মশা বাঙ্গালীর জীবনের সাথী, মশা বাংলার সার
মশা-ছাড়া-প্রাণ কল্পনা করে এমন সাধ্য কার।
ঘরেতে মশক, বাহিরে মশক, মশকে বঙ্গ পূর্ণ
ধন্য বাঙালী ধন্য রে তুই জন্ম রে তোর ধন্য।
ম্যালেরিয়া যেথা মোক্ষ বিলায় কালাজ্বরে লয়ে সঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই স্বর্গ-সমান বঙ্গে।
মাছির সঙ্গে হাতাহাতি করে' আমরা টিকিয়া আছি
মোদেরে হেলায় ছারেরা খেলায়, ছারেরই কামড়ে
নাচি।
বেঁচে আছি মোরা যুদ্ধ করিয়া হাজার ব্যামোর সঙ্গে
অস্থি-র শোভা বিরাজিত আহা!
মোদের 'পুষ্ট' অঙ্গে।
প্রকৃতির হেথা শস্য-দাদনে কৃপণ হয়েছে হস্ত
অর্দ্ধ-অনশনে যোগ-সাধনায় হয়ে গেছি অভ্যস্ত।
নাগেরা যেথায় এক এক ছোবলে করিতেছে
জীবনান্ত
সেই বাংলায় বাস করি মোরা, নই কি ভাগ্যবন্ত?
জ্ঞানের নিধান অতি বিদ্বান আমরা বাঙালী ছাত্র
পড়াশোনা করি পরীক্ষার আগে সপ্তাহ-দুই মাত্র।
ভালভাবে পাশ করিবার আশে প্রশ্ন করি যে চুরি
রেকর্ড করেছি ভারতে আমরা করিয়া কেরাণীগিরি।
কিশোর বয়সে সিগার ধরিয়া ঘুরি মোরা রাস্তায়
রচেছি শাস্ত্র গুরুজনে আর 'পরোয়া' করিতে নাই।
পাশ না করিলে শিক্ষকে মারি, ক্ষমা চেয়ে লই পরে,
পথে পথে ঘুরি বাহারী পোষাকে অনেক কায়দা
করে।
আদর্শ মোদের অতি আধুনিক—হয়েছে সিনেমা ঘর
দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করি মানিনা আপন-পর।
আমরা বাঙালী সদা সচেতন পর-সম্মান তরে
হৃদয় মাঝারে মূর্ত্তি দিয়াছি সিনেমার য়্যাক্টারে।
বাড়ীতে আমরা সাজাইয়া রাখি অভিনেতাদের ছবি
অভিনেতা হল আধুনিক দেব, অভিনেত্রীরা দেবী।
গ্রামোফোন আর সিনেমার গানে আমরা
দিয়াছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার আছে যতগুলি।
মন্বন্তর আর ধনীর শোষণ আমাদের চিরসাথী
আর মাঝে মাঝে মারি মহামারী মস্তকে
মারে লাথি।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি কেবলই বিপদকালে
সম্পদকালে হুঙ্কার ছাড়ি—'ভগবান নাই' বলে।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখছি 'চোখ-সহায়ক-যন্ত্র'
চায়ের আশীষে হিসেবী করেছি মোদের পাচন-তন্ত্র।
বীরপুরুষ বাঙালীর কথা ছুটিছে জগৎময়
বাঙালীর ছেলে ধর্মঘটেই ঘটাবে সমন্বয়।
পুণ্যের বলে আমরা এমন রোগের পেয়েছি সাড়া।
যক্ষ্মা নামেতে প্রাপ্ত রোগটি সকল রোগের বাড়া।
বাঙালী সমাজ গাহিছে জগতে অকাল-মরণ-গান
সার্থক এই বাঙালী-জনম সার্থক এই প্রাণ।
জটিল বিষয় সহজ করি গো আমরা বুদ্ধি দিয়া
সমস্যারাশি সমাধান করি পুঁথির বিদ্যা দিয়া।
ভবিষ্যতের পানে আছি চেয়ে আশা-ভরা-আহ্লাদে
কর্মবিমুখ হইয়াছি শুধু ধাতার আশীর্ব্বাদে।

—'যষ্টি-মধু' হইতে উদ্ধৃত

পরলোকগমন

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দ্বিপ্রহরে জঙ্গিপুর বারের প্রবীণ উকিল মুনীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তিনি বার্দ্ধক্য-জনিত রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, এক পুত্র, তিনটী কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে সিভিল, মেক্যানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত ১৯৬২ সালের ১৫ই জুন পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। দরখাস্তকারীর সর্বনিম্ন যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল পাশ বা তাহার সমান পরীক্ষায় পাশ। যাহারা গত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসিয়াছে তাহারাও দরখাস্ত দিতে পারিবে। বয়স গত ১লা জানুয়ারীতে ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে। (তপশীলভুক্তদের পক্ষে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত)। ইনষ্টিটিউটের অফিস হইতে প্রাপ্তব্য নির্দিষ্ট ফরমে প্রস্পেক্টাস লিখিত নিয়মানুযায়ী দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। নগদ পঞ্চাশ নয়া পয়সা জমা দিলে অফিস হইতে ভর্ত্তির ফরম ও প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে। প্রিন্সিপ্যালের নামে ৫০ নয়া পয়সা মনি-অর্ডার কিংবা ক্রসড পোষ্টাল অর্ডারের সহিত ২৫ নয়া পয়সার ষ্টাম্পযুক্ত দরখাস্তকারীর ঠিকানা সম্বলিত ৯"×৬" সাইজের খাম পাঠাইলেও ইহা ডাকে পাঠান হয়। ভর্ত্তির ফরম ও প্রস্পেক্টাসের মূল্য ডাকটিকিটে গ্রহণ করা হয় না। হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা আছে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বাহির না হইলেও জুন মাসের শেষের দিকে কিংবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে নির্বাচিত প্রার্থীগণকে ইংলিশ কম্পোজিসেন, জেনারেল নলেজ, ড্রয়িং ও ম্যাথামেটিকস্ (স্কুল ফাইনাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড) পরীক্ষায় বসিতে হইবে।

মন্তব্য—এই ইনষ্টিটিউট হইতে ১৯৬০-৬১ সালের যে ১৮৩ জন ছাত্রকে ডিপ্লোমা পরীক্ষার্থীর অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ১৭৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জে, এল, সাহা, বি, এস-সি (গ্লাসগো)
সি, পি, ই, এম, আই, ই
প্রিন্সিপ্যাল

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪১৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আর. পি. ওয়াচ কোং

জঙ্গিপুর পৌরসভার দক্ষিণে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

বিঃ দ্রঃ—আমরা যে কোন কোম্পানীর নূতন ঘড়ি দুই সপ্তাহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।